বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইশতেহার ঢাকা-১৭

(গুলশান, বনানী, ক্যান্টনমেন্ট ও ভাষানটেক)

দেশ আজ এক সংকটকাল অতিক্রম করছে। দুর্নীতি, বেকারত্ব, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সামাজিক অবক্ষয় আগের মতই বিরাজমান। মানুষ তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিল ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জাতি একটি পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু নবরূপে ফ্যাসিবাদের উত্থানের অপচেষ্টা দেশের স্থিতিশীলতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

আলহামদুলিল্লাহ সম্প্রতি ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী ১০ দলীয় জোট গঠনের মধ্য দিয়ে মানুষ আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখছে। বিশেষ করে আমার ঢাকা-১৭ (গুলশান, বনানী, ক্যান্টনমেন্ট ও ভাষানটেক) এর জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছেন এবং আগামীতে যেন এই এলাকার দায়িত্ব নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলোকে কার্যকরভাবে সমাধান করা যায় সেজন্য দোয়া করছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই এলাকার মানুষ আমাকে তাদের পরিবারের সদস্যদের মতই একজন মনে করেন এবং নীরব ব্যালট বিপ্লবের মধ্য তারা আমাকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করবেন।

আমরা যেহেতু ইসলামের ভিত্তিতে নীতি ও আদর্শের রাজনীতি করি সেহেতু আমাদের প্রতিশ্রুত সকল ইশতেহার আমরা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে বাস্তবায়ন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের পাশাপাশি স্থানীয় সমস্যাগুলো আমাদের অঙ্গীকারের প্রাধান্য পাবে।

প্রধান অঙ্গীকারসমূহঃ

১। রাস্তাঘাট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
২। নিরাপদ ঢাকা ১৭ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন।
৩। জলাবদ্ধতা ও পয়ঃনিস্কাশন সমস্যার কার্যকর সমাধান।
৪। তরুণ ও যুবকদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি।
৫। দুর্নীতি, মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত সমাজ গঠন।
৬। উন্নত চিকিৎসাসেবা ও স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

রাস্তাঘাট সংস্কার ও যানযট নিরসনঃ

এলাকাভিত্তিক রাস্তাঘাট প্রশস্তকরণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন করা হবে। ড্রেনেজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা হবে। বিশেষ করে গুলশান ইন্ডিয়ান এ্যাম্বাসির পাশ্ববর্তী একমূখী রাস্তাকে দ্বিমূখী করণ, শাহজাদপুর প্রগতি স্বরণী থেকে ঝিলপাড় হয়ে গুলশানের প্রবেশমুখের অস্বাভাবিক যানযট নিরসন, ইসিবি থেকে কালিবাড়ি হয়ে উত্তরা পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্ত করণ, সাগুফতা থেকে বের হওয়া ৪ টা রাস্তা সংস্কার করা, মানিকদি মাছের বাজার থেকে স্টিল ব্রিজ পর্যন্ত সংস্কার, ভাষানটেক থেকে চেকপোষ্ট পর্যন্ত যানযট সমস্যার সমাধান, মিরপুর ১৪ থেকে কচুক্ষেত পর্যন্ত পাতাল রাস্তা তৈরি ইত্যাদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও গুলশান, বনানী ও মহাখালীতে মাল্টিস্টোরি পার্কিং কমপ্লেক্স করা হবে। যানযট নিরসনে আইওটি বা ইনফরমেশন অব থট ভিত্তিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ

গুলশান, বনানী ও বারিধারার কূটনৈতিক কমার্শিয়াল এরিয়াসহ ভাষানটেক ও ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশের সমস্ত এলাকা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হবে। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সিসিটিভি সার্ভাইল্যান্স ব্যবস্থাসহ অত্যাধুনিক সকল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

জলাবদ্ধতা ও পয়ঃনিস্কাশন সমস্যার সমাধানঃ

জলাবদ্ধতা নিরসন ও পয়ঃনিস্কাশনে প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সোয়ারেজ লাইন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হবে। বিশেষ করে ক্যান্টনমেন্টের বেপারী মার্কেট এলাকার সোয়ারেজ লাইন সংস্কার, মাটিকাটা ও ইসিবি চত্বরের পাশের খানপল্লী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উদ্যোগ নেয়া হবে।

তরুণ ও যুবকদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিঃ

স্বল্পশিক্ষিত যুবকদের জন্য সকল ভোটার এলাকায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করা হবে। ফ্রিল্যান্সিং সেন্টার স্থাপন করা হবে। প্রশিক্ষণের জন্য বৃত্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। বিশেষ করে আইসিটি সেক্টরের জন্য ঘোষিত "ভিশন ২০৪০" এর আওতায় তরুণ ও যুবকদেরকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো হবে।

দুর্নীতি, মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত সমাজ গঠনঃ

দুর্নীতি, মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজীর বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করা হবে। আইনের আওতায় আনা হবে এবং সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা হবে। এ ব্যাপারে কোন আপোষ করা হবে না।

উন্নত চিকিৎসাসেবা ও স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নঃ

স্বাস্থ্য খাতে জাতীয়ভাবে জিডিপির ৬-৮% বাজেট বরাদ্দ থাকবে। আসনভিত্তিক বরাদ্দ থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নত চিকিৎসাসেবা ও স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে প্রবীণ ও দীর্ঘমেয়াদি রোগীদের জন্য (বৃদ্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ক্যান্সার রোগী) বিশেষ Homecare Services, প্রতিটি ওয়ার্ডে জিপি সেন্টার বা কেন্দ্রীয় ওয়াদার ব্যবস্থা, কম দামে ওষুধ প্রাপ্তির লক্ষ্যে Discount Pharmacy, স্বাস্থ্য, সামাজিকতা, কাউন্সেলিং এর অংশ হিসেবে Senior Citizens Club, প্রবীণদের জন্য প্রাইভেট সার্ভিস, ২৪ ঘণ্টা ডাক্তার ও অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, Urban Dispensary, ওয়ার্ডভিত্তিক কমিউনিটি হেলথ সেন্টার, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন প্রকল্প, সরকারি হাসপাতাল ও ট্রমা সেন্টার, রিহ্যাবিলিটেশন ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র, মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদক নিরাময় সেবা, মা-শিশু পুষ্টি ও নিরাপদ প্রসব কর্মসূচি, ইয়োগা ও ফিটনেস-ওয়েল বিয়িং ক্লাব, ফাষ্ট হান্ড্রেড ডেইজ প্রোগ্রামের আওতায় প্রসূতি নারী ও মায়েদের বিনামূল্যে সেবা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও ভাষানটেক ও ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশের এলাকায় একাধিক সরকারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

বিশেষতঃ কড়াইল, সাততলা ও বেলতলার স্বল্প আয়ের মানুষের কর্মসংস্থান, আবাসন, চিকিৎসাসেবা ও নিরাপত্তা, নদ্দা ও কালাচাঁদপুর এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ঐসব এলাকায় জরুরী সেবা গাড়ী যেমন এ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি যেন যথাসময়ে পৌঁছতে পারে সে ব্যাপারে কার্যকর সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নারী, তরুণ ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে। পর্যাপ্ত কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদনের জন্য খেলার মাঠ গড়ে তোলা হবে। স্মার্ট সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া হবে। নারীদের জন্য স্বতন্ত্র টয়লেট ও ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে নিত্যপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে Wholesale Shop প্রতিষ্ঠা করা হবে। নির্দিষ্ট স্থানে সুশৃঙ্খল বাজার স্থাপনের অংশ হিসেবে Free Friday Hawker Fair পরিচালনা করা হবে। প্রতিটি এলাকায় মানসম্মত একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।

নাগরিক নিবন্ধন ও সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, পানি, ড্রেন, বর্জ্য, জরুরি সেবার অংশ হিসেবে Hello Dhaka-17 Hotline চালু করা হবে।

সবার সহযোগিতা ও দোয়া পেলে একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও সমৃদ্ধ স্বপ্নের ঢাকা-১৭ গড়ে তুলতে কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারবো ইনশাআল্লাহ।